সংবাদ বিবৃতি

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

পুরান ঢাকার চকবাজারে রাসায়নিক গুদামসহ আশেপাশের ভবনে সৃষ্ট অগ্নিকাণ্ডে ৬৭ জনের প্রাণহানি ও আহত হওয়ার ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ এবং নিমতলীর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দেয়া উচ্চ আদালতের নির্দেশনার দ্রুত বাস্তবায়ন, ক্ষতিগ্রস্তদের প্রকৃত ক্ষতিপূরণ প্রদান, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা এবং নিরপেক্ষ তদন্তসাপেক্ষে জড়িতদের বিচার নিশ্চিত করার দাবিতে হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি) আজ ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, ঢাকা রিপোর্টারস ইউনিটিতে একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে।

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ এইচআরএফবি-এর সদস্য সংগঠনসমুহের একটি প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণে যান এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের সাথে কথা বলেন। আজকের সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ফোরামের পর্যবেক্ষণ ও ফোরামের পক্ষ থেকে এ ধরণের মানব সৃষ্ট দূর্যোগ এড়াতে সাংবাদিকদের মাধ্যমে সরকারের কাছে বেশ কিছু দাবি উপস্থাপন করা হয়।

সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, এ ধরনের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে ফোরাম সদস্যরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। ২০১০ সালে নিমতলীর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার প্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্টের দেয়া সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও কেন কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হলো না-তা জনগণ স্পষ্টভাবে জানতে চায়। গত নয় বছরে জনস্বার্থের তুলনায় কোন মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীর স্বার্থ প্রাধান্য পেয়েছে, কারা তাদের সে স্বার্থ সংরক্ষণে প্রতিনিয়ত সহযোগিতা করে গেছে, কাদের কারণে আজ এতো মানুষের প্রাণহানি ও দুর্বিষহ বেঁচে থাকা, কতগুলো পরিবারের আহাজারি!

সম্মেলনে উপস্থিত বক্তারা জোর দিয়ে বলেন যে, একটি পক্ষ সুপরিকল্পিতভাবে এ ঘটনাকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করছে, প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে- যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। অগ্নিকাণ্ডর কারণ হিসেবে বারবার সিলিন্ডার বিস্ফোরণকে কারণ হিসেবে সামনে নিয়ে আসা হচ্ছে অথচ আমাদের পর্যবেক্ষণে এমন অনেক সূত্র আমরা পেয়েছি যা থেকে ধারণা করা যায় যে, আগুনের সূত্রপাত ওয়াহেদ ম্যানশন থেকে হয়েছে। রাসায়নিক দ্রব্যের উপস্থিতি আগুনের তীব্রতা বাড়িয়েছে। আমরা মনে করি, আগুনের উৎস কোথায় ছিলো এবং কেন এতো ভয়াবহ রুপ নিলো তা নির্ণয় করতে একটি বিশেষায়িত তদন্ত কমিটি গঠন করে খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

এতো ভয়ংকর ঘটনার পরও সরকারের দায়িত্বশীল মন্ত্রী আশেপাশে রাসায়নিক পদার্থের কোনো কারখানা বা গুদাম ছিল না বলে মন্তব্য করায় ফোরাম তীব্র ক্ষোভ জানায়। কেননা ওয়াহিদ ম্যানসনে যে রাসায়নিক পদার্থ ছিলো তা যেমন স্পষ্ট হয়ে গেছে ঠিক তেমনি তাদের ভূগর্ভস্থ পার্কিংয়ে নানা ধরনের রাসায়নিক পদার্থের বিশাল মজুত পাওয়া গেছে।

বক্তারা বলেন, দায় এড়ানোর বা ঘটনাকে প্রভাবিত করে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের প্রচেষ্টা থেকে বের হয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, যথোপোযুক্ত পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা তথা জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এখন সময়ের প্রয়োজন। রাষ্ট্র কেবল ব্যবসায়ীরা সহযোগিতা করছে না-এ তথ্য জনগণকে জানিয়ে তার দায়িত্ব শেষ করতে চাইলে জনগণ মেনে নেবে না। রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। অন্যথা আমরা মনে করবো রাষ্ট্র জনগণের নিরাপত্তার তুলনায় ব্যবসায়িক স্বার্থকে প্রাধান্য দিচ্ছে, ব্যবসায়ীদের সাথে আপোষ করছে। আমরা মনে করি না যে, আমাদের সরকার দূর্বল, তাদের সাহস বা ক্ষমতার অভাব রয়েছে।

আমরা চাই, এ ধরণের ব্যবসাগুলো যাতে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয় এবং যেখানে নেয়া হবে সেখানেও যাতে পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় যে, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাষ্ট (ব্লাষ্ট), বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা), ব্র্যাক এবং অন্যান্যরাসহ ২০১০ সালে দায়েরকৃত নিমতলীর ঘটনা সংক্রান্ত মামলার ফলোআপে আজ সাপলিমেন্টরি বা সহায়ক দরখাস্ত আদালতে দাখিল করেছে। যেখানে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ আদালতকে জানিয়েছে যে, নিমতলীর ঘটনায় উচ্চ আদালতের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও সরকারের পক্ষ থেকে নির্দেশনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিষয়ে আদালতে কোন প্রতিবেদন দাখিল করা হয়নি।

সংবাদ সম্মেলন থেকে নিম্নোক্ত দাবিসমূহ তুলে ধরা হয়-

স্বল্পমেয়াদে-

১. অগ্নিকান্ডের ঘটনার নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে কারণ অনুসন্ধানের জন্য বিশেষায়িত কমিটি গঠন করে দ্রুত প্রতিবেদন নিশ্চিত করা।
২. উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ধীর গতির কারণ অনুসন্ধান এবং দায়ী ব্যক্তিদের যথাযথ বিচার প্রক্রিয়া অনুসরণ করে শাস্তি প্রদান।
৩. আহতদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা নিশ্চিত করাসহ নিহত ও আহতদের পরিবারের জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে রানা প্লাজার ন্যায় একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করে, তা থেকে পরিকল্পিতভাবে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা।
৪. আহত ব্যক্তি, শিশু, প্রতিবন্ধীতার শিকার ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের কার্যকর পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করা। ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতির সার্বিক বিবরণসহ একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করা এবং তার ভিত্তিতে অতি দ্রুত পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণসহ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেয়া।
৫. সিটি করপোরেশন কর্তৃক পুরান ঢাকায় অবস্থিত সকল রাসায়নিক গুদামসমুহের বাণিজ্যিক লাইসেন্স অবিলম্বে বাতিল/প্রদান না করা।
৬. পুরান ঢাকার সব রাসায়নিকের গুদাম ও কারখানা দ্রুত অপসারণের জন্য প্রশাসন থেকে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া।
৭. রাসায়নিক পদার্থ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একটি নীতিমালা প্রণয়ন ও তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের ওপর জোর দেয়া। ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ মজুত করার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান করা।
৮. সকল গৃহে বিশেষ করে বহুতলা ভবন এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমুহে অগ্নি নির্বাপন এর ব্যবস্থা রাখা বাধ্যতামূক করা। নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

দীর্ঘমেয়াদে-

১. এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নাগরিক সমাজ, যুব সমাজ, ব্যবসায়ীদের নিয়ে পর্যবেক্ষক দল গঠন করা। এসব দল স্থানীয় কাউন্সেলরদের সমন্বয়ে এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধি ও আগুনের ঝুঁকি আছে এ ধরনের ভবন, কারখানা ও গুদামের তথ্য সংগ্রহ করবে।
২. পুরান ঢাকায় বেশি বেশি আগুন প্রতিরোধক প্রশিক্ষণ ও মহড়ার আয়োজন করা।
৩. ইতোপূর্বে ঢাকার হাজারিবাগ এলাকা থেকে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর চামড়া শিল্প (ট্যানারী) ঢাকার সাভারে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়েছে। এই উদাহরণকে সামনে রেখে উপযুক্ত আর্থিক ও অন্যান্য কার্যকর

Secretariat:
Ain o Salish Kendra (ASK), 7/17, Block-B, Lalmatia, Dhaka-1207
Phone: 8126047, 8126134, 8126137, Fax: 8126045
Email: ask@citechco.net web: www.askbd.org
Forum Members:
Ain o Salish Kendra (ASK), Acid Survivors Foundation (ASF), Association for Land Reform and Development (ALRD), Bandhu Social Welfare Society (BSWS), Bangladesh Adivasi Forum, Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movements (BDERM), Bangladesh Institute of Labor Studies (BILS), Bangladesh Legal Aid & Services Trust (BLAST), Bangladesh Mahila Parishad (BMP), FAIR, Kapaeeng Foundation, Karmojibi Nari (KN), Manusher Jonno Foundation (MJF), Nagorik Uddyog, Naripokkho, National Alliance of Disabled Peoples' Organizations (NADPO), Nijera Kori, Steps Towards Development (Steps), Transparency International Bangladesh (TIB), Women Disabilities Development Foundation (WDDF).

ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে রাসায়নিক কারখানা, প্রক্রিয়াজাতকরণ স্থাপনা ও গুদাম স্থানান্তর করার দাবি জানাচ্ছি।

৪. ঢাকা শহরের আবাসিক এলাকা সমুহ হতে সকল রাসায়নিকের গুদাম সরিয়ে নেয়ার দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা নেয়া।
৫. শুধু আবাসিক এলাকাই নয়, যানবাহনের সকল মেয়াদোত্তীর্ণ সিলিন্ডার যাতে ব্যবহার না হয় সেই ব্যবস্থা গ্রহন।
৬. ঢাকা শহরের অনুমোদনহীন বিল্ডিং নির্মান, রাসায়নিক এবং বিস্ফোরক দ্রব্যের গুদামসহ অন্যান্য দাহ্য পদার্থের কারখানা সনাক্ত করা।
৭. ঢাকা শহরে অগ্নিনির্বাপনের জন্য জলাধার স্থাপন করা।
৮. অগ্নিনির্বাপন প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রচারণা চালানো।
৯. ফায়ার সার্ভিসেস এর অনুমোদন ছাড়া বিস্ফোরক হতে পারে, এ ধরনের রাসায়নিক দ্রব্যের কোনো গুদাম স্থাপনের অনুমতি না দেয়া।

সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের তাদের সংবাদের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে এ বিষয়গুলো ফলোআপ করার এবং সর্বশেষ অবস্থা জনগণকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন- হামিদা হোসেন, এক্সপার্ট, এইচআরএফবি, জাকির হোসেন, নির্বাহী প্রধান, নাগরিক উদ্যোগ ও স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য, এইচআরএফবি, সামসুল হুদা, নির্বাহী পরিচালক, এসোসিয়েশন অব ল্যান্ড রির্ফমস এন্ড ডেভলপমেন্ট ও সদস্য, এইচআরএফবি, রঞ্জন কর্মকার, নির্বাহী পরিচালক, স্টেপস টুওয়ার্ডস বাংলাদেশ ওস্টিয়ারিং কমিটির সদস্য, এইচআরএফবি, সেলিনা আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক, এসিড সারভাইভারস্ ফাউন্ডেশন ও স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য, এইচআরএফবি, শিরিন আকতার, চেয়ারপারসন, ওমেন উইথ ডিজাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন এবং সদস্য, এইচআরএফবি এবং তামান্না হক রীতি, সমন্বয়ক, এইচআরএফবি। সংবাদ সম্মেলনটি সঞ্চালনা করেছেন শাহীন আনাম, নির্বাহী পরিচালক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এবং স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য, এইচআরএফবি।

বার্তাপ্রেরক

তামান্না হক রীতি
সমন্বয়ক, এইচআরএফবি